দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৬/১০/২০২২ (পৃঃ ০৩)

# আড়াইহাজারের কৃষক শফিকুল পেলেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ পেলেন আড়াইহাজার উপজেলার শরাবদী গ্রামের কৃষক শফিকুল ইসলাম। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করে পরিবেশ রক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রোঞ্চ পদকে ভূষিত হন তিনি। বুধবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের হাত থেকে তিনি এই পদক গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গতকাল শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আড়াইহাজার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান ফারুকী। তিনি জানান, শফিকুল ইসলাম নিরাপদ সবজি উৎপাদন করে সাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত করেছেন। তিনি কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে ভার্মি কম্পোস্ট ও ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন করে ব্যবহার করেছেন। তিনি ১ দশমিক ২১ হেক্টর জমিতে ২০১৯ সালে টম্যাটো, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, কাঁচা মরিচ, বেগুন, স্কোয়াশ, চিচিঙ্গা, ধুন্দল উৎপাদন করে নিট প্রায় ৭ লাখ টাকা আয় করেন। তাছাড়া আম পেঁপে, পেয়ারা, জাম্বুরা, কলা ও বেল উৎপাদন করে নিট ৫ লাখ টাকা আয় করেছেন। তিনি নিরাপদ সবজি উৎপাদনে অন্যদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন। কৃষক শফিকুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রাপ্তি তার কাজের ও দায়িত্ববোধকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তার দেখাদেখি অন্য কৃষকরা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৬/১০/২০২২ (পৃঃ ১৬,০৬)

# খাদ্যনিরাপত্তায় বড় বাধা জলবায়ু পরিবর্তন

## সময়োপযোগী নতুন জাত উদ্ভাবনই বাঁচাতে পারে কৃষিকে : বিশেষজ্ঞরা

■ নিজামুল হক

স্বাধীনতার পরবর্তী বছর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে শস্য উৎপাদন বেড়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উৎপাদনের এ ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ইতিমধ্যে কিছু কিছু ফসলের উৎপাদন কমে গেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বলছে, জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আরো নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও ফলন পার্থক্য কমানোর কথা বলছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ইস্যু খাদ্যনিরাপত্তা। নতুন জাত উদ্ভাবন করে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

**বিশ্ব খাদ্য দিবস আজ : পৃষ্ঠা-১৫**

বিশ্ব জুড়ে শুধু খাদ্যের অভাবেই প্রতি চার সেকেন্ডে এক জন মানুষ মৃত্যুবরণ করছে বলে সম্প্রতি জাতিসংঘের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে ৭৫টি দেশের ২৩৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিদিন ১৯ হাজার ৭০০ জন মানুষ ক্ষুধায় মারা যায়। এই মুহূর্তে বিশ্বের ৩৪ দশমিক ৫ কোটি মানুষ তীব্র খাদ্যসংকটে ভুগছে। বিশ্বের যখন এই পরিস্থিতি, তখন খাদ্যনিরাপত্তার দিকে জোর দিতে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। আর খাদ্যনিরাপত্তার সবচেয়ে বড় বাধা জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে মোকাবিলা করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায় সে পরিকল্পনা করতে হবে।

নেচার ফুড জার্নালে প্রকাশিত একটি নতুন সমীক্ষা অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের ২০৩০ সালের প্রথম দিকে ভুট্টা (ভুট্টা) এবং গমের উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে। ভুট্টার ফসলের ফলন ২৪ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বীজের গজানো, পরাগায়ন, ফুল ও ফল ধরা, পরিপক্কতা হতে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও সূর্যের আলো দরকার। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘ সময় খরা থাকছে। অথবা অসময়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, হচ্ছে বন্যা। শীতকাল কম হচ্ছে বা বেশি হচ্ছে। এভাবে ফসল ফলানোর জন্য উপাদানগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু বীজ বপন ও চারা রোপণের সময় পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। ফলে শস্য উৎপাদনে নানামুখী সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কৃষকরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ুর কারণে গড় তাপমাত্রা বেড়েছে। আর এ কারণে গম, ছোলা, মসুর, মুগ ডালসহ কিছু কিছু পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

# খাদ্যনিরাপত্তায় বড়

১৬ পৃষ্ঠার পর

ফসলের উৎপাদন কমে গেছে।

গবেষকরা বলছেন, গমের বীজ গজানোর তাপমাত্রা প্রয়োজন ১৫-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর কম-বেশি হলে বীজ গজাবে না। গম পাকার সময়ে আর্দ্রতা বেশি ও ঘন কুয়াশা থাকলে ব্লাক পয়েন্ট রোগ হবে। পাশাপাশি ফলনও কম হবে। কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৫০ সাল পর্যন্ত ১ মিটার বাড়তে পারে। এর প্রভাবে হাজার হাজার হেক্টর উর্বর জমি স্থায়ীভাবে হারিয়ে যেতে পারে। আর এতে ব্যাপকভাবে কমে যাবে ধান, গম, আখ, পাট, মটরসহ রবিশস্য উৎপাদন।

কৃষি গবেষকদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। ধানে রোগ ও পোকার আক্রমণ হচ্ছে। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়বে দেশের কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তার ওপর।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ইত্তেফাককে বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার বড় ঝুঁকি বৈশ্বিক জলবায়ুর প্রভাব। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে। এছাড়া মাঠে যেসব জাত রয়েছে তার ফলন ২০ শতাংশ কম। তাই ফলন পার্থক্য কমাতে হবে। এতে খাদ্য উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে ২০ শতাংশ বাড়বে। যা খাদ্য নিরাপত্তা ভালো কাজ করবে।

কৃষি অর্থনীতিবিদ ও একুশে পদকপ্রাপ্ত গবেষক জাহাঙ্গীর আলম খান ইত্তেফাককে বলেন, গত বছর বিশ্বে সবচেয়ে দীর্ঘ খরা ছিল। এটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই হয়েছে। দীর্ঘ খরা কৃষির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই গবেষক আরো বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক রাজনীতিও নির্ভর করে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে লবণের প্রভাবও বাড়ছে। যে জাতগুলো রয়েছে সেগুলোও অতিরিক্ত লবণ মাটিতে কাজ করছে না। এ কারণে আরো লবণাক্ততা সহনশীল জাতের উদ্ভাবন করতে হবে। চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে। নতুন শস্য পর্যায় উদ্ভাবন করতে হবে। পানি কম লাগে এমন ফসলের চাষ করতে হবে। অল্প চাষ বা বিনা চাষে উৎপাদন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপযোগী ফসলের চাষ করতে হবে, বন্যা মোকাবিলা সক্ষম ধানের পাশাপাশি সবজি ও অন্যান্য ফসলের চাষ করা সম্ভব। তাপমাত্রা সহনশীল ফসলের জাতের চাষ করতে হবে, বালাই সহনশীল ফসলের চাষ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

**বিশ্ব খাদ্য দিবস আজ :** আজ ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এই দিবসটি পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য—কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়। ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং উন্নত জীবন। প্রতি বছরের মতো এ বছরও কৃষি মন্ত্রণালয় দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তবে এবার দেশে ১৭ অক্টোবর তারিখে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ১৪/১০/২০২২ (পৃঃ ০৩)

# ধানের উৎপাদন বাড়বে তিন গুণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রচলিত ধানের বদলে উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের চাষ বাড়িয়ে আগামী তিন বছরের মধ্যে ধানের উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে প্রায় তিন গুণ অর্থাৎ ৩২ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব। এ ছাড়া, শস্যবিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে পতিত জমিতে চাষ করে একই সময়ে তেল ফসলের উৎপাদন ২৪ লাখ টন বাড়ানো সম্ভব। গতকাল রাজধানীর খামারবাড়ীতে কেআইবি অডিটোরিয়ামে 'বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে তৈল ফসলের অন্তর্ভুক্তি এবং ধান ফসলের অধিক ফলনশীল জাতসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক হাবিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, দুই যুগের বেশি সময় ধরে চাষ করা ব্রি-২৮, ব্রি-২৯ জাতগুলোর রিপ্লেস করে ব্রি-৮৯, ব্রি-৯২, বঙ্গবন্ধু ধান-১০০-সহ বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী করা গেলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে হেক্টরপ্রতি উৎপাদনশীলতা ৪ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৪ দশমিক ৬০ টনে উন্নীত করা সম্ভব। ফলে এই সময়ে বোরোর মোট উৎপাদন ১৪ দশমিক ৩৮ লাখ মেট্রিক টন বাড়ানো সম্ভব। একইভাবে জাতের পরিবর্তন করে আমনের হেক্টরপ্রতি উৎপাদনশীলতা

**ব্রি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য**

**বোরো, আমন ও আউশের উৎপাদন ৩২ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে**

২ দশমিক ৯৫ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৩ দশমিক ৪৪ মেট্রিক টনে নেওয়া সম্ভব। যাতে করে উৎপাদন বাড়বে ১৪ দশমিক ৬৩ লাখ টন। আউশ মৌসুমেও একই কাজ করে ৩ দশমিক ৬২ লাখ টন ধানের উৎপাদন বাড়ানো যাবে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। আমরা চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি, কিন্তু এখনো ডাল ও তেলজাতীয় ফসল আমদানি করতে হয়। তিনি বলেন, আমরা ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা ভোজ্য তেল আমদানিতে ব্যয় করছি, এটি সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। আমাদের চাহিদার ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হচ্ছে। মাত্র ১০ শতাংশ দেশে আবাদ হচ্ছে। আমরা দেশেই ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ভোজ্য তেল উৎপাদন করতে চাই। আমাদের বিজ্ঞানীরা যে নতুন প্রযুক্তি এনেছেন, এসব ব্যবহার করতে পারলে আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব। কর্মশালায় কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রি-এর মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও রাইস ফার্মিং সিস্টেমস ডিভিশনের প্রধান মো. ইব্রাহিম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক হাবিবুর রহমান চৌধুরী।